THE HUNGER PROJECT

উদ্ভাস

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ খুলনা অঞ্চলের অন-লাইন সাপ্তাহিক
(সংখ্যা # ০০৩; বর্ষ # ০১; আগস্ট, ২০২০ খ্রী:)

সবাই মিলে শপথ করি
করোনামুক্ত দেশ গড়ি

“বানিয়াখালী গ্রাম করোনা সহিষ্ণু হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে সক্রিয় ভি.ডি.টির উদ্দ্যোগে”

করোনা কারনে সারা পৃথিবী দিন দিন অচল হয়ে পড়ছে,লক ডাউন মানছে না কোথাও,মৃত্যুর হার বাড়ার পাশাপাশি অসুস্থতার হার বাড়ছে প্রতিদিন,দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে চারদিক যখন ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই,আলোর পথ দেখানো শুরু করলো , মোরেলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া ইউনিয়নের বানিয়াখালী গ্রামের, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এক দল স্বেচ্ছাব্রতী ভি.ডি.টি,ইয়ূথ,নারী নেত্রী,জি.জি.এস এর সহোযোগিতায়। শুরুতে এই উদ্দ্যোগ গ্রহন করে ভি.ডি.টির এক দল সক্রিয় সদস্য তারপর তাদের র্কাযক্রম এর সাথে যুক্ত হয়,গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সাধারন মানুষ,আর এদের সাথে যুক্ত হয়েছে,ইউনিয়ন পরিষদ,স্কুল শিক্ষক,স্বাস্থ্য সহকারী ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সি.এইচ.সি.পি,গ্রামের বৃত্তবান ব্যক্তি,মসজিদের ইমাম,পুরোহিত ।তাদের র্কাযক্রম থেকে গ্রামকে করোনা মুক্ত করার জন্য র্কাযক্রম শুরু হয়েছে।

র্মাচ মাস থেকে শুরু হয় তাদের র্কাযক্রম,শুরুতে তারা প্লান করে তাদের ভবিষৎ পরিকল্পনার। গ্রাম এর সকল মানুষকে সচেতন করার লক্ষে বানিয়াখালী গ্রামের প্রায় সকল ঘরে লিফলেট বিতরন করা হয়,বানিয়াখালী গ্রামে প্রায় ৪৫০ টি পরিবারের মাঝে লিফলেট বিতরন করা হয়,এর পাশাপাশি এর মধ্যে ৮০ টি পরিবারের মাঝে সাবান,২০ টি পরিবারের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার,১২৫ টি পরিবারের মাঝে মাক্স,১৪৫ টি পরিবারের মাঝে স্যাপি ওয়াটার বিতরন করা হয় এর সাথে সাথে ২২০ টি পরিবারের মাঝে পারিবারিক সুরক্ষার জন্য বাসার সামনে সাবান ও পানির ব্যবস্থা করা হয়,বাহির থেকে কেউ আসার সাথে সাথে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে প্রবেশ করার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়,স্থানীয় ০১ টি বাজারে জীবানু নাশক দিয়ে স্প্রে করা হয়,০২ টি মসজিদের ইমামদের প্রতি জুমার নামাজের আগে নিয়মিত করোনা নিয়ে আলোচনা করার ব্যবস্থা করা হয় ।

এপ্রিল মাস থেকে যখন ঢাকা,নারায়নগঞ্জ,চট্রগ্রাম থেকে বানিয়াখালী গ্রামে লোকজন বাড়ি আসা শুরু করে ঠিক তখনই তারা স্থানীয় ইউ.পি সদস্যর সহযোগিতায় ১১ টি বাড়ির চিহ্নিত করে নিশ্চিত হোম কোয়ারান্টাইন এর ব্যবস্থা করেন,এর পাশাপাশি একটি টিম তারা ওই ১১ টি পরিবারের নিয়মিত খোঁজ খবর রাখার পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন ও একটি টিম তাদের স্বাস্থ্যের নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন, একটি টিম নারীনেত্রী ও ইয়ূথের নারীরা তারা, হোম কোয়ারান্টাইন এর বাড়ির নারী সদস্যদের পিরিয়ড কালনী সময় নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্যনিট্যারী প্যাড সরবরাহ করে থাকেন।

মে সাসের দিকে চারদিকে র্কমহীন হয়ে পড়ছে মানুষ,দিন দিন তাদের আর্থিক অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে,না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে মানুষ,ইউনিয়ন পরিষদের সাহায্য সঠিক নিয়মে বন্টন না হওয়া দেখে,তারা নিজ উদ্দ্যোগে হতদরিদ্র লোকের একটি সঠিক তালিকা তৈরি করেন ও তালিকাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের হাতে পৌছেদেন ও চেয়ারম্যান তালিকা অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা বন্টন করার জন্য,উক্ত তালিকা টি দেখে খুশি হন ও তাদেরকে আস্বস্থ করেন।এর পাশাপাশি স্থানীয় বিত্তবানদের সহযোগিতায় ১৯ টি দারিদ্র পরিবার কে ও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ৪৫ টি দারিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রি বিতরন করা হয়।

বানিয়াখালী গ্রামের সাধারন জনগনকে সুরক্ষা কবজের আওতায় আনার জন্য,তারা করোনা ভাইরাসের এর মহামারী রোধের জন্য তারা তাদের গ্রামকে লক ডউন করে,গ্রামের প্রবেশ ও বাহিরের পথে তারা সাবান, পানি ও ব্লিচিং এর ব্যবস্থা করা হয়।তাদের গ্রামে বাহিরের লোকের যাতায়াত বন্ধ করে দেয়া হয় ও গ্রামের ০৭ টি ভ্যান চালককে ০৭ টি হ্যান্ড স্প্রে বিতরন করা হয়,যাহাতে নতুন কোনো যাত্রী ভ্যানে ওঠা ও নামার সময় স্যাপি ওয়াটার বা ব্লিচিং মিশ্রিত পানি দিয়ে জিবানু নাশক করা হয় ও দিন শেষে ভ্যান নিয়ে গ্রামে প্রবেশের সাথে সাথে ব্লিচিং মিশ্রিত পানি দিয়ে ভ্যান ও ভ্যান চালককে জিবানু নাশক করা।গ্রামে কোনো নতুন লোক ঢুকতে চাইলে তাকে স্বাস্থ্য বিধি মেনেচলা সহ মাক্স ব্যবহার করার র্নিদেশ প্রদান করা হয়।

করোনা ভাইরাসের শুরুর দিকে ০৮ জন ইয়ূথ ছেলে নিজ নিজ অনাবাদী যায়গায় সবজির আবাদ শুরু করেন ও সবজীর ক্ষেত তৈরি করেন।একদিকে নিজের পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মেটানো পাশাপাশি বাড়তি উৎপাদিত সবজি বিক্রি করে বাড়তি আয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেন ও এর পাশাপাশি গ্রামের ২৩ টি দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে ও স্বল্প মূল্যে সবজি বিতরন করে থাকেন,অন্য দিকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠদান করে যাচ্ছে ইয়ূথ ইউনিটের ০৬জন নারী সদস্য তারা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ০৬ টি ব্যাচে বিনামূলে পাঠাদান র্কাযক্রম চলমান রেখেছেন।

করোনা কালীন সময় বানিয়াখালী গ্রামের ভিডিটি ও ইয়ূথ এর ভূমিকা সকলের কাছে গ্রহন যোগ্য ও প্রশংসনীয় যেমন হচ্ছে তেমনই ভিডিটি ক্রমন্নয় তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করছে তারা এই কারণে অজোবধী বানিয়াখালী গ্রামে কোন প্রকার করোনার প্রভাব দেখা যায়নি।

উপদেষ্টামন্ডলি: মাসুদুর রহমান রঞ্জু, রবিউল ইসলাম, সত্যজিৎ দেবনাথ
সম্পাদক: মো: মাহবুব হোসেন
সহযোগীতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর খুলনা অঞ্চলের কর্মীবৃন্দ
পরিতোষ টাওয়ার, ১০ শের-এ-বাংলা রোড, খুলনা।

THE HUNGER PROJECT